



## 219934 - তাবয়ী কারা, তাব-তাবয়ী কারা

প্রশ্ন

তাবয়ী কারা, তাব-তাবয়ী কারা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তাবয়ী হচ্ছনে- যারা নবুয়তি যুগের পরে এসেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেননি। কিন্তু সাহাবায়ে করোমরে সঙ্গ পয়েছেন।

তাব-তাবয়ী হচ্ছনে- যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের সাক্ষাত লাভ করেনি; তাবয়ীগণের সাক্ষাত লাভ করছেন এবং তাঁদের সঙ্গ পয়েছেন। উলুমুল হাদিসি এর পরভিষায়- তাবয়ী হচ্ছনে: যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পয়েছেন তিনি তাবয়ী। বশিদ্ধ মতানুযায়ী, এর জন্য দীর্ঘদিনের সঙ্গ শর্ত নয়। অতএব, যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পয়েছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করছেন তিনিই তাবয়ী। তাবয়ীর মধ্যে উত্তমতার স্তরভেদে রয়েছে। হাফযে ইবনে হাজার (রহঃ) ‘নুখবাতুল ফকিার’ (৪/৭২৪) গ্রন্থে বলেন: তাবয়ী হচ্ছনে- যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পয়েছেন। সমাপ্ত। ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: খতবি আল-বাগদাদী বলেন: তাবয়ী হচ্ছনে যিনি সাহাবীর শিষ্য ছিলেন। হাকমের বক্তব্যের দাবী হচ্ছ- যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পয়েছেন তাকে তাবয়ী বলা যাবে। তাঁর থেকে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, যদিও সাহাবীর শিষ্যত্ব না পয়ে থাকুক না কেন? সমাপ্ত। ইরাকী (রহঃ) তাঁর ‘আলফিয়া’ (পৃষ্ঠা-৬৬) তে বলেন:

তাবয়ী হচ্ছনে- যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পয়েছেন।

তাব-তাবয়ীন হচ্ছনে তাঁরা যারা তাবয়ীগণের সাক্ষাত পয়েছেন; সাহাবীগণকে পায়নি। তাবয়ীগণের উদাহরণ হচ্ছ- সাঈদ ইবনে আল-মুসায্যবি, উরওয়া ইবনে যুবাইর, হাসান বসরী, মুজাহিদ ইবনে জাবর, সাঈদ ইবনে যুবায়েরে, ইবনে আব্বাসেরে ক্রীতদাস ইকরমি, ইবনে উমরেরে ক্রীতদাস নাফে। তাব-তাবয়ীগণের উদাহরণ হচ্ছ- ছাওরী, মালকে, রাবআ, ইবনে হুরমুয, হাসান ইবনে সালহে, আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান, ইবনে আবু লাইলা, ইবনে শুবরুমা, আল-আওয়ামী। দুই:

ইমাম বুখারী (৩৬৫১) ও ইমাম মুসলমি (২৫৩৩) ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছ- আমার প্রজন্ম। এরপর তাদের পরে যারা। এরপর তাদের পরে যারা। অতঃপর এমন কওম



আসবে যাদের সাক্ষ্য হলফরে পছিনে, হলফ সাক্ষ্যরে পছিনে ছুটাছুটা করবে।”

ইমাম নববী বলেন:

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রজন্ম হচ্ছ-সাহাবায়ে করোম। দ্বিতীয় প্রজন্ম হচ্ছ-  
তাবয়ীগণ। তৃতীয় প্রজন্ম হচ্ছ- তাব-তাবয়ীগণ। [ইমাম নববী রচতি সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১৬/৮৫) থকে  
সমাপ্ত]

হাফযে ইবনে হাজার বলেন:

হাদসিরে বাণী: “এরপর তাদরে পরে যারা” অর্থাত্ তাদরে পরে প্রজন্ম। তারা হচ্ছনে- তাবয়ীগণ। “এরপর তাদরে পরে  
যারা”। তারা হচ্ছনে- তাব-তাবয়ীগণ। ফাতহুল বারী (৭/৬) থকে সমাপ্ত।

ক্বারী (রহঃ) বলেন:

সুযুতী বলেন: বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এটি অর্থাত্ প্রজন্ম বিশেষে কোন সময়সীমাতে আবদ্ধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লামরে প্রজন্ম হচ্ছ- সাহাবায়ে করোম। নবুয়তরে শুরু থকে সর্বশেষে সাহাবীর মৃত্যু পর্যন্ত ১২০ বছর এ প্রজন্মরে  
সময়কাল। তাবয়ী-প্রজন্মরে সময়কাল ১০০ হিঃ থকে ৭০ বছর। আর তাব-তাবয়ী প্রজন্মরে সময়কাল এরপর থকে ২২০  
হিঃ পর্যন্ত। এ সময়ে ব্যাপকভাবে বদিআতরে উদ্ভব ঘটবে। মুতায়লিরা তাদরে মুখরে লাগাম খুলে দেবে। দার্শনকিরো মাথা  
ছাড়া দিয়ে উঠবে। দ্বীনদার আলমেগণকে “কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি” এই মতবাদ মনে নয়ের জন্ম চাপ দেয়া হয়। এভাবে  
গোটা পরিস্থিতি ওলট পালট যায়। এভাবে আজ অবধি দ্বীনদার হ্রাস পতেই আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া  
সাল্লামরে বাণীর বাস্তব নমুনা যনে ফুটে উঠছে- “এরপর মথিয়া ব্যাপক হারে দেখা দবিবে”। ‘মরিকাতুল মাফাতহি’ (৯/৩৮৭৮)  
গ্রন্থ থকে সমাপ্ত।

আল্লাহই ভাল জানেন।